যায়যায়দিন

তারিখ 15 MAR ২০০১
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৩

দরিদ্র ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের উপবৃত্তি স্বচ্ছতার ভিত্তিতে প্রদান করতে হবে

একটি জাতির উন্নয়নের ধারা ও সার্বিক অবস্থানের অগ্রগতির ক্ষেত্রে শিক্ষার ভূমিকা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। আর এই শিক্ষার ধারাকে অগ্রসরমান তথা আধুনিক যুগের সঙ্গে তালমিলিয়ে চলতে হলে দরকার সময়োপযোগী সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং শিক্ষার মানোন্নয়নে এর বাস্তবায়ন। কিন্তু বাংলাদেশের জনসংখ্যার ও আয়তনের বিষয় বিবেচনা করলে দেখা যায়, এ দেশের বেশিরভাগ মানুষই দারিদ্র্যসীমার নিচে। ফলে শিক্ষা ক্ষেত্রে উন্নয়ন করা তথা ছাত্রছাত্রীদের ব্যয়ভার বহন করে লেখাপড়ার খরচ চালানো অনেক পরিবারের পক্ষেই দুঃসাধ্য ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। আর এ সমস্যাকে উত্তরানোর জন্য প্রয়োজন হয় রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ এবং সঠিক সিদ্ধান্ত। কেন না শিক্ষার ধারাকে আরো এগিয়ে নিতে হলে বিভিন্ন পদক্ষেপের মাধ্যমে ছাত্রছাত্রীদের পড়ালেখার আগ্রহ তৈরি করতে হবে এবং রাষ্ট্রকে এটা দেখতেই হবে যেন, আর্থিক সমস্যার কারণে কারো শিক্ষাজীবন ক্ষতিগ্রস্ত না হয়। আর সুন্দর জাতি গঠন করতে হলে তা অবশ্যই জরুরি। এবং এ ক্ষেত্রে তাই সরকারের ভূমিকাই মুখ্য।

সম্প্রতি জানা গেছে, প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট ফান্ডের মাধ্যমে ১ লাখ ৩৩ হাজার ৮২২ জন শিক্ষার্থীকে উপবৃত্তি দেয়া হবে। এর আওতায় স্নাতক ও সম্মান পর্যায়ে দরিদ্র মেধাবী নির্বাচিত প্রত্যেক শিক্ষার্থী মাসে ২০০ টাকা হারে উপবৃত্তি, বই কেনা বাবদ দেড় হাজার এবং পরীক্ষার ফি বাবদ এক হাজার টাকাসহ বছরে মোট ৪ হাজার ৯০০ টাকা পাবে। গত বুধবার ট্রাস্টের উপদেষ্টা পরিষদ ও ট্রাস্টি বোর্ডের প্রথম সভায় এ সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। এই সভায় চলতি অর্থবছর থেকে প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্টি বোর্ডের অধীনে স্নাতক ও সম্মান পর্যায়ে শিক্ষার্থীদের বৃত্তি দেয়ার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। এবং বলা হয়, পরবর্তী সময় পর্যায়ক্রমে এই বৃত্তির সংখ্যা আরো বাড়ানো হবে। ইতোমধ্যে সরকার এ খাতে এক হাজার কোটি টাকা বরাদ্দও করেছে।

সার্বিকভাবে দেশের মানুষের জীবনযাপন ও অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপটকে বিবেচনা করে এই যে উপবৃত্তির প্রদানের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে তাকে আমরা সাধুবাদ জানাই। এবং একই সঙ্গে এ সিদ্ধান্তের সঠিক বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্টদের প্রচেষ্টা আন্তরিক হবে বলেও আশা করি। কেননা, এ ধরনের উপবৃত্তির ফলে একদিকে যেমন শিক্ষার্থীরা আর্থিকভাবে উপকৃত হবে, তেমনিভাবে মেধাবী শিক্ষার্থীরাও তাদের শিক্ষাগ্রহণে প্রেরণা পাবে; যা পরে উন্নত জাতি গঠনে সহায়ক হবে এটা নিশ্চিত করেই বলা যায়। কিন্তু এখানে একটা বিষয়ে সরকারকে সচেতন হতে হবে এবং নজরদারি বাড়াতে হবে যেন, এ উদ্যোগকে মাধ্যম করে কেউ আত্মস্বার্থ বাস্তবায়ন করতে না পারে। উপবৃত্তি যেন স্বচ্ছতার ভিত্তিতে দেয়া হয়। কেননা যদি বণ্টনের ক্ষেত্রে স্বজনপ্রীতি বা অনিয়ম হয় তবে তা শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে যেমন ক্ষতিকর হবে তেমনিভাবে তা হবে লজ্জারও। কারণ এমন দেখা গেছে, বিভিন্ন উদ্যোগ ও পরিকল্পনা প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশের পরেও এক শ্রেণীর মানুষের স্বার্থের কাছে জিম্মি হয়ে পড়ে এর সফলতার সম্ভাবনা।

তাই সরকারের এ উদ্যোগকে সফল করতে হলে সঠিক তত্ত্বাবধান যেমন প্রয়োজন তেমনি স্বচ্ছতার ভিত্তিতে এটাকে কার্যকরী করে তোলাও জরুরি এবং নীতিমালা অনুযায়ী যারা যোগ্য তাদের প্রাপ্তি নিশ্চিত করতে হবে। আর প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্টে যেহেতু বেসরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান আর্থিক অনুদান দিতে পারবে, তাই আমরা আশা করি শিক্ষার্থীদের এবং সর্বোপরি দেশের সুন্দর ভবিষ্যৎ গঠনে এ ফান্ডকে বিভিন্ন বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসহ সম্মিলিত প্রচেষ্টায় আরো বেগবান করা হবে।

সরকারের এ উদ্যোগকে সফল করতে হলে সঠিক তত্ত্বাবধান যেমন প্রয়োজন তেমনি স্বচ্ছতার ভিত্তিতে এটাকে কার্যকরী করে তোলাও জরুরি এবং নীতিমালা অনুযায়ী যারা যোগ্য তাদের প্রাপ্তি নিশ্চিত করতে হবে।